ইউনিট ৩
বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

পাঠ ৩.১ : ধ্বনির পরিচয়, ধ্বনির প্রকার ভেদ ও ধ্বনি-পরিবর্তন প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ধ্বনির পরিচয় বলতে পারবেন।
- ধ্বনির প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্রের সংজ্ঞার্থ ও উদাহরণ দিতে পারবেন।

মানুষ যখন কথা বলে তখন আসলে সে অনেকগুলো ধ্বনি উচ্চারণ করে। ইংরেজি sound-এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ধ্বনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ রাখতে হলে তার প্রধান উপায় কথা বলা, আওয়াজ করা। যে কোনো ভাষার উচ্চারিত যে কোনো আওয়াজকে সাধারণত ধ্বনি বলা হয়। অর্থ প্রকাশ করে এমন ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি। মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বা কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত আওয়াজকেই ধ্বনি বলা হয়।

বর্ণ

ধ্বনি মুখে উচ্চারিত হয় আর বর্ণ তারই লিখিত প্রতীক। ধ্বনিকে লিখে বোঝাতে যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বর্ণ বলে। যেমন – 'অ' ধ্বনির প্রতীক হলো অ–বর্ণ, 'আ' ধ্বনির প্রতীক আ–বর্ণ।

ধ্বনির প্রকার ভেদ

ধ্বনি দু-প্রকার – স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

স্বরধ্বনি : যেসব ধ্বনি উচ্চারণে মুখবিবরে, জিহ্বায় বা ঠোঁটে কোনো প্রকার শ্রুতিগ্রাহ্য বাধা সৃষ্টি হয় না সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলা হয়। অর্থাৎ জিহ্বা বা ঠোঁটের সঙ্গে কোনোরূপ স্পর্শ ছাড়া ঘোষবৎ বা গম্ভীর হয়ে উচ্চারিত হয় এই স্বরধ্বনি।

ব্যঞ্জনধ্বনি : যেসব ধ্বনি স্বরধ্বনি নয় সেগুলোকে সাধারণভাবে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা যেতে পারে। ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে মুখবিবরে বা ঠোঁটে জিহ্বার সাহায্যে বাধার সৃষ্টি হয়।

ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া

প্রতিদিন মানুষ যখন কথা বলে তখন আসলে সে কতকগুলো ধ্বনি উচ্চারণ করে। অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি হলো ভাষা। ভাষারও পরিবর্তন ঘটে থাকে। ভাষার পরিবর্তন বলতে ধ্বনির পরিবর্তনকে বোঝায়। ভাষার ধ্বনিগুলো নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। একটি ধ্বনির প্রভাবে আরেকটি ধ্বনি পরিবর্তিত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দুই ধ্বনির মাঝামাঝি আরেকটি নতুন ধ্বনি এসে যায়। প্রত্যেকের উচ্চারণ অবিকল একই রকম হয় না এবং একই ব্যক্তি সবসময় একইভাবে উচ্চারণ করে না। আমরা অনেক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উচ্চারণ করে থাকি। বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণের মূলে শরীরী কারণ থাকতে পারে, থাকতে পারে সামাজিক কারণ। শ্রান্ত-ক্লান্ত থাকলে কিংবা স্বরযন্ত্রের কারণেও অনেক সময় উচ্চারণ অন্য রকম হয়। পরিবেশগত কারণে মানুষের উচ্চারণভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ফলে শিষ্ট ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য তৈরি হয়ে থাকে। বাংলা একটি চলমান জীবন্তভাষা, ধ্বনিপরিবর্তনের কারণে এই ভাষারও পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাক :

১) স্বরাগম

শব্দের প্রথমে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য ওই ব্যঞ্জনের আগে ই, উ বা আ স্বর যোগ করাকে স্বরাগম বলা হয়।

যেমন:

ইস্কুল [ই+স্কুল], স্টিশন [ই+ স্টেশন]

ইস্তিরি [ই+স্তিরি], ইস্টিমার [ই+স্টিমার]

২) স্বরসঙ্গতি

শব্দের ভিতরে বিদ্যমান স্বরধ্বনিগুলো যখন পরস্পরের প্রভাবে সমরূপ ধারণ করে কিংবা পরস্পর মিল বা সংগতি লাভ করতে চায় তখন তাকে স্বরসঙ্গতি বলা হয়।

যেমন:

বিলাতি > বিলিতি, দেশি > দিশি

কুড়াল > কুড়ুল, মিছা >মিছে

সুবিধা >সুবিধে, পূজা > পুজো, তখনি >তখুনি, এখনি > এখুনি

চিরনি >চিরুনি, ধূলা > ধুলো, শুনা >শোনা, হিসাব >হিসেব, ভিক্ষা >ভিক্ষে

৩) স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ

কঠিন শব্দে কোমলতা আনার জন্য এবং উচ্চারণকে সহজ করার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে তার মধ্যে স্বরধ্বনি অ, ই, এ, ও, উ ইত্যাদি যোগ করাকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। যেমন–

অ স্বরধ্বনি যোগে : যত্ন > যতন

একইভাবে রত্ন > রতন, বর্ষ > বরষ, জন্ম > জনম, কর্ম > করম, পূর্ব > পুরব, স্বপ্ন > স্বপন, ত্রাস >তরাস, প্রাণ > পরান, মর্দ >মরদ, ভক্তি >ভকতি,

ই স্বরধ্বনি যোগে: প্রীতি >পিরিতি,

শ্রী >ছিরি, ফিল্ম > ফিলিম; বর্ষা >বরিষা স্নান >সিনান, চিত্র > চিত্তির

এ স্বরধ্বনি যোগে : গ্রাম >গেরাম

এইভাবে ট্রাম > টেরাম, গ্লাস >গেলাস, শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ, সির্ফ >সেরেফ

উ স্বরধ্বনি যোগে : মুক্তা >মুকুতা

এইভাবে রাজপুত্র > রাজপুত্তুর, শূদ্র >শুদ্দুর, মুল্ক > মুলুক, শুক্রবার > শুক্কুরবার, > বুলু, ফ্রুট > ফুলুট, সূর্য >সুরুজ

ও স্বরধ্বনি যোগে : শ্লোক > শোলোক

একইভাবে মুর্গ >মোরগ

৪) ধ্বনি বিপর্যয়

উচ্চারণের সময় শব্দস্থিত বা শব্দের মধ্যবর্তী ধ্বনির স্থান পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলা হয়।

যেমন : রিক্শা >রিশ্কা, বাক্স >বাস্ক, পিশাচ > পিচাশ, লাফ >ফাল, মুকুট > মুটুক,হ্রদ >হদ>দহ

৫) অপিনিহিতি

শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' থাকলে সেই 'ই' বা 'উ কে আগেই উচ্চারণ করে ফেলার রীতিকে অপিনিহিতি বলা হয়। যেমন

বসিয়া > বইসা

একইভাবে

করিয়া > কইর‍্যা	কালই > কাইল
আজি >আইজ	রাতি > রাইত
রাখিয়া > রাইখ্যা	করিয়া > কইর‍্যা
বাদিয়া > বাইদ্যা	করিয়াছি > কইর‍্যাছি

হাসিয়া > হাইস্যা	ধরিয়া >ধইর‍্যা
গাঁতি > গাঁইতি	কাঁচি > কাঁইচি
জলুয়া > জউলা	সাধু >সাউধ
মাছুয়া >মাউছুয়া	গাছুয়া > গাউছা

৬) অভিশ্রুতি

অপিনিহিতির 'ই' বা 'উ' পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে যখন তার রূপ পরিবর্তন করে দেয় তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন–

করিয়া > কইরা > করে
হাসিয়া > হাইস্যা >হেসে
মারিয়া > মাইর‍্যা > মেরে
জলুয়া > জউলুআ > জইলুআ > জলো > জোলো
আজি > আইজ > আজ
রাতি > রাইত > রাত
ধরিয়া > ধইর‍্যা > ধরে

অভিশ্রুতি অপিনিহিতির নির্ভরশীল, অপিনিহিতি ছাড়া অভিশ্রুতি হয় না। বাংলা চলিত ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো অভিশ্রুতি।

৭) সমীভবন বা সমীকরণ

শব্দের মধ্যে ভিন্ন দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য যখন ধ্বনি দুটি একই ধ্বনিতে পরিণত হয় তাকে সমীভবন বা সমীকরণ বলা হয়। যেমন–

পদ্ম > পদ্দ	ধর্ম্ম > ধম্ম
জন্ম > জম্ম	গল্প > গপ্প
কর্তা > কত্তা	তর্ক >তক্ক
মূর্খ > মুখ্খু	কাঁদ্না > কান্না

৮) বিষমীভবন

শব্দের মধ্যে দুটি একজাতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির একটির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বিষমীভবন বলে। সমীভবনের ঠিক বিপরীত বিষয় বিষমীভবন। যেমন: শরীর > শরীল, লাল > নাল, লাঙ্গল > নাঙ্গল

৯) ধ্বনিবিলোপ

উচ্চারণের সময় দুটি একজাতীয় ধ্বনির একটির লোপ হলে তাকে ধ্বনিবিলোপ বা বর্ণবিচ্যুতি বলে।
যেমন : বড়দাদা > বড়দা, ছোটদিদি > ছোড়দি, বউদিদি > বউদি, ঠাকুরদাদা > ঠাকুরদা, ছোটদাদা > ছোট্দা

১০) ধ্বনিদ্বিত্ব

কোনো শব্দের ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়ার জন্য সেই শব্দের কোনো ধ্বনি দু-বার উচ্চারণ করা হলে তাকে ধ্বনিদ্বিত্ব বলে।
যেমন : ছোট >ছোট্ট, বড় >বড্ড, সকাল >সক্কাল, পাকা > পাক্কা

১১) ধ্বনিবিকৃতি

শব্দের মধ্যকার কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করলে তাকে বলা হয় ধ্বনিবিকৃতি। যেমন: ধাইমা> দাইমা, ধোবা > ধোপা

১২) স্বরলোপ

উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত স্বরধ্বনির লোপ পাওয়াকে স্বরলোপ বলা হয়।

যেমন: উধার > ধার (উ স্বরধ্বনির লোপ), বড় দাদা > বড়দা (ড়–এর সঙ্গে যুক্ত অ স্বরধ্বনির লোপ)

১৩) অন্তর্হতি

শব্দের মধ্যস্থ কোনো স্বরহীন বা স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনের লোপ ঘটলে তাকে অন্তর্হতি বলা হয়। যেমন:
পূর্ব > পুব (র্ এর বিলোপ); ফাল্গুন > ফাগুন (ল্ এর বিলোপ)

একইভাবে নারিকেল > নারকেল, ফলাহার > ফলার, নাতিনী >নাত্নি, অতসী > তিসি, অতিথি > অতিথ্

১৪) 'য়'–শ্রুতি ও 'ব'–শ্রুতি

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য সেই দুটি স্বরের মধ্যে 'য়' ধ্বনি অথবা অন্তস্থ ব-ধ্বনি অর্থাৎ 'ওয়', 'ও' ধ্বনির আগমন ঘটে, এদের য়–শ্রুতি ও অন্তস্থ ব–শ্রুতি বলা হয়।
য় –শ্রুতি

যেমন: বউএর > বউয়ের, দুইএর > দুইয়ের

ব– শ্রুতি [অন্তস্থ 'ব' এর উচ্চারণ 'ওয়া' দ্বারা নির্দেশ করা সম্ভব।]
খা+ আ> খাওয়া [খা+ও+আ]
যা+ আ > [যা+ও+আ]
তেমনভাবে
খোআ > খোওয়া, নাহা > নাআ> নাওয়া

১৫) হ–কার লোপ

কথ্য বাংলায় 'হ' এরও লোপ হয়।
যেমন : কহে > কয়; চাহ > চাও; আলাহিদা > আলাদা ফলাহার > ফলার

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠটি ভালো করে পড়ে আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে লিখুন।
১। ধ্বনি কাকে বলে ? ধ্বনির প্রকারভেদ উল্লেখ করুন ? কী কী কারণে সাধারণত ধ্বনির পরিবর্তন হয় ?
২। স্বরাগম ও স্বরসঙ্গতি কাকে বলে ? চারটি করে উদাহরণ দিন।
৩। স্বরভক্তি কাকে বলে ? স্বরভক্তির পাঁচটি উদাহরণ দিন।
৪। অপিনিহিতি বলতে কী বোঝায় ? অপিনিহিতির সঙ্গে অভিশ্রুতির সম্পর্ক নির্ণয় করুন এবং অপিনিহিতি থেকে অভিশ্রুতি হওয়ার পাঁচটি উদাহরণ দিন।
৫। উদাহরণসহ সংজ্ঞার্থ লিখুন :
বর্ণবিচ্যুতি, সমীভবন, বর্ণদ্বিত্ব, স্বরলোপ, বিষমীভবন, বর্ণবিকৃতি
৬। নিম্নলিখিত ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়াগুলোর নাম লিখুন :
ক) বিলাতি > বিলিতি
খ) যত্ন > যতন
গ) বাক্স >বাস্ক
ঘ) বসিয়া > বইসা
ঙ) করিয়া > কইরা > করে
চ) পদ্ম > পদ্দ
ছ) শরীর > শরীল
জ) বড়দাদা > বড়দা
ঝ) ধাইমা> দাইমা

পাঠ ৩.২ : ধ্বনি সংযোগ : সন্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সন্ধির সংজ্ঞার্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সন্ধির প্রয়োজনীয়তা লিখতে পারবেন।

'সন্ধি' শব্দের অর্থ মিলন বা সংযোগ। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলা হয়। খুব কাছাকাছি দুটি ধ্বনি দ্রুত উচ্চারণের ফলে কখনো একটি ধ্বনিতে পরিণত হয়, কখনো একটি ধ্বনির লোপ হয় বা একটির রূপান্তর হয় এবং কখনো বা দুটি ধ্বনিই রূপান্তরিত হয়ে নতুন ধ্বনি তৈরি করে। যেমন:

ধ্বনির মিলন বা রূপান্তর : রবি+ইন্দ্র = রবীন্দ্র
ধ্বনি-লোপ : হিম+আলয় = হিমালয়
পূর্বধ্বনির বদল : চিৎ+ময় = চিন্ময়
পরধ্বনির বদল : রাজ্+নী = রাজ্ঞী
উভয় ধ্বনির বদল : উৎ+হত = উদ্ধত

ওপরের উদাহরণে পাশাপাশি দুটি শব্দ বসে সন্ধি হয়েছে। এতে উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর হয়েছে। রবি-ইন্দ্র, হিম-আলয়, চিৎ-ময়, উৎ-হত– এরকম উচ্চারণ কেবল অসুবিধাজনকই নয়, শুনতে শ্রুতিমধুরও লাগে না। তার বদলে রবীন্দ্র, হিমালয়, চিন্ময়, উদ্ধত শব্দগুলো সহজ ও শ্রুতিমধুর। সন্ধি এভাবে শব্দকে সহজ মনোরম করে তোলার মাধ্যমে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

সন্ধির উদ্দেশ্য

ধ্বনি-পরিবর্তনই শুধু নয়, ভাষার মাধুর্য বাড়াতেও সন্ধির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ভাষার অন্যতম কাজ মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করা। এই মনের ভাব প্রকাশের কাজটি ধ্বনি উচ্চারণ করেই হয়ে থাকে। কিন্তু ধ্বনিগুলো সবসময় একইভাবে উচ্চারিত হয় না। উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের ধ্বনিগুলোর কিছু অংশ স্বাভাবিকভাবেই বদলে যায়, কিছু অংশ বাদ পড়ে যায়। কখনও আবার অতিরিক্ত ধ্বনিও এসে যায়। ধ্বনির পরিবর্তনের ফলে শব্দের বানানেও প্রভাব পড়ে। বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে দেশি-বিদেশি শব্দ ছাড়াও সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ জায়গা করে নিয়েছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণের সূত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই শব্দাবলির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাংলা সন্ধির ও সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের জন্য আলাদা সূত্র বেঁধে দেয়া হয়েছে। বাংলা সন্ধির নিয়ম গঠিত হয়েছে অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দ নিয়ে। আর সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় আগত তৎসম শব্দের সন্ধির জন্য সংস্কৃত ভাষার নিয়ম ব্যবহার করা হয়েছে। একটি বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে যে, উচ্চারণের সুবিধা হলেও যদি ধ্বনিগত মাধুর্য রক্ষিত না হয় সেক্ষেত্রে সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন : কচু+আলু=কচ্চালু, কচু+আদা = কচ্চাদা।

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

সন্ধির প্রয়োজন বহুবিধ। যেমন:

১। ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সন্ধি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
২। নতুন শব্দ গঠনের জন্যে সন্ধির প্রয়োজন হয়।
৩। শব্দের আকার ছোট করতেও সন্ধির প্রয়োজন পড়ে।
৪। সন্ধির ফলে ভাষা সুন্দর ও সাবলীল হয়।
৫। উচ্চারণ সহজ করার জন্যে সন্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

৬। উচ্চারণের সৌকর্য ও শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি, ভাষার প্রাঞ্জলতা সৃষ্টি ও ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করতে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠটি ভালোভাবে পড়ুন এবং উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভালোভাবে পড়ুন এবং নির্দেশ মত কাজ করুন।

১। সন্ধি শব্দের অর্থ কী ?

ক) সমঝোতা
খ) মিলন
গ) সংযোগ
ঘ) বন্ধুত্ব

২। বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কী রকম ?

ক) স্বল্প
খ) গুরুত্বহীন
গ) খুবই গুরুত্বপূর্ণ
ঘ) তেমন না

৩। সন্ধির উদ্দেশ্য কী ?

ক) উচ্চারণ সহজ করা
খ) উচ্চারণ ভিন্ন রকম করা
গ) নতুন শব্দ তৈরি করা
ঘ) উচ্চারণ সহজ ও মাধুর্যমণ্ডিত করা

উত্তর : ১. খ ২. গ ৩. ঘ

পাঠ ৩.৩ : সন্ধির প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সন্ধি কত প্রকার ও কী কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দসমূহের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা গেলেও অতৎসম শব্দে এর ব্যবহার সীমিত। শব্দের উৎসের ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় সন্ধিকে অতৎসম সন্ধি ও তৎসম সন্ধি- এই দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

অতৎসম সন্ধি

বাংলা ভাষার সন্ধি অতৎসম সন্ধি নামে পরিচিত। অনেকের মতে, সন্ধির নিয়ম শুধু সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কিছু কিছু সন্ধি দেখা যায় যা সংস্কৃত সন্ধির বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা। বাংলা ভাষার সন্ধিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ক) স্বরসন্ধি খ) ব্যঞ্জনসন্ধি। অতৎসম শব্দে বিসর্গ সন্ধি হয় না।

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে, উভয় ধ্বনির একটির লোপে কিংবা উভয় ধ্বনির পারস্পরিক প্রভাবে ধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটে তার নাম স্বরসন্ধি। যেমন: ছেলেমি = ছেলে + আমি

এ + আ = এ যোগে অর্থাৎ এখানে ছেলে শব্দের শেষের এ-কার এবং আমি শব্দের আ-কার এই দুই স্বর মিলে একটি স্বরে পরিণত হয়ে ছেলেমি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। বাংলা স্বরসন্ধির আরও কিছু উদাহরণ হলো:

আলা + ভোলা = আলাভোলা

ন্যাকা + আমো = ন্যাকামো

ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির সহযোগে কিংবা তাদের একের লোপে অথবা ধ্বনি দুটির পারস্পরিক প্রভাবে ধ্বনির যে পরিবর্তন তার নাম ব্যঞ্জনসন্ধি।

এক + এক = একেক

বদ্ + জাত = বজ্জাত

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমত কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

১। খাঁটি বাংলা শব্দের সন্ধি কত প্রকার ?

ক) চার প্রকার
খ) পাঁচ প্রকার
গ) অনেক প্রকার
ঘ) দুই প্রকার

২। স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি মিলিত হলে তাকে কী সন্ধি বলে ?

ক) স্বরসন্ধি
খ) ব্যঞ্জনসন্ধি
গ) নিপাতনে সিদ্ধ
ঘ) স্বর-ব্যঞ্জনসন্ধি

৩। অ এর পরে আ থাকলে উভয়ে মিলে কী হয় ?

ক) অ
খ) আ
গ) এ
ঘ) ই

উত্তরমালা

১. ঘ ২. খ ৩. খ

পাঠ ৩.৪ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের তৎসম সন্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা স্বরসন্ধির উদাহরণ দিতে পারবেন।
- বহিঃসন্ধি ও অন্তঃসন্ধির পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় যেগুলোর উৎস সংস্কৃত ভাষা। এসকল তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। স্বরসন্ধির মূল সংগঠন হলো:

স্বরসন্ধি = স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি

স্বরসন্ধি আবার দুই প্রকারের হয়ে থাকে।

বহিঃসন্ধি ও অন্তঃসন্ধি

বিভিন্ন শব্দের মধ্যে সন্ধি হলে তাকে বহিঃসন্ধি বলা হয়। যেমন : মহা+আশয় = মহাশয়। এখানে মহা ও আশয় শব্দের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছে তাকে বহিঃসন্ধি বলা হয়।

একই শব্দের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয় তার নাম অন্তঃসন্ধি। যেমন : নৌ+ইক = নাবিক, ইতিহাস+ইক =ঐতিহাসিক।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ–কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ–কার হয় এবং এই আ–কার পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ + অ = আ

নব + অন্ন = নবান্ন
স্ব + অধীন = স্বাধীন
প্রাণ + অধিক = প্রাণাধিক
হত + আশ হতাশ
সূর্য + অস্ত = সূর্যাস্ত

অ + আ = আ

দশ + আনন = দশানন
গ্রন্থ + আগার = গ্রন্থাগার
প্রবাল + আদি = প্রবালাদি
রত্ন + আকর = রত্নাকর
জল + আশয় = জলাশয়

আ + অ = আ

আশা + অতীত = আশাতীত
মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ
ত্বরা + অন্বিত = ত্বরান্বিত
যথা + অযথ = যথাযথ

আ + আ = আ

ভাষা + আচার্য = ভাষাচার্য
ব্যথা +আতুর = ব্যথাতুর
কারা + আগার = কারাগার
মহা + আশয় = মহাশয়

২. অ–কার কিংবা আ–কারের পর ই-কার অথবা ঈ–কার থাকলে উভয়ে মিলে এ–কার হয় এবং এ–কারটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ + ই = এ

নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র

স্ব + ইচ্ছা = সেচ্ছা

শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা

আ + ই = এ

যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা

যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট

মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র

অ + ঈ = এ

নর + ঈশ = নরেশ

গণ + ঈশ = গণেশ

পরম + ঈশ = পরমেশ

আ + ঈ = এ

রমা + ঈশ = রমেশ

ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী

৩. অ–কার অথবা আ–কারের পর উ–কার কিংবা ঊ–কার থাকলে উভয়ে মিলে ও–কার হয়। ও–কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

অ+উ = ও

নব+ উদয় = নবোদয়

নীল + উৎপল = নীলোৎপল

মূল + উচ্ছেদ = মূলোচ্ছেদ

আ+উ = ও

যথা+উচিত = যথোচিত

মহা+উৎসব = মহোৎসব

অ+ঊ = ও

চল + ঊর্মি = চলোর্মি

গৃহ+ ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব

আ+ ঊ = ও

গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি

৪. অ-কার অথবা আ–কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘অর’ হয় এবং ‘অর’ রেফ (র্) হিসেবে পরবর্তী বর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ঋ = অর্

উত্তম + ঋণ =উত্তমর্ণ

দেব + ঋষি = দেবর্ষি

সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি

আ + ঋ = অর্

মহা + ঋষি = মহর্ষি

রাজা + ঋষি = রাজর্ষি

৫. অ–কার কিংবা আ–কারের পর এ–কার কিংবা ঐ–কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ–কার হয় এবং ঐ–কার পূর্ববর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়।

অ + এ = ঐ
হিত + এষী = হিতৈষী
জন + এক = জনৈক
আ + এ = ঐ
তথা + এব = তথৈব
সদা + এব = সদৈব
অ + ঐ = ঐ
মত + ঐক্য = মতৈক্য
ধন + ঐশ্বর্য = ধনৈশ্বর্য
রূপ + ঐশ্বর্য = রূপৈশ্বর্য
আ + ঐ = ঐ
মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

৬. অ–কার কিংবা আ–কারের পর ও–কার কিংবা ঔ–কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ–কার হয়। ঔ–কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ+ ও = ঔ
বন+ ওষধি = বনৌষধি
কণ্ঠ + ওষধি = কণ্ঠৌষধি
অ + ঔ= ঔ
পরম + ঔষধ = পরমৌষধ
চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য
আ + ঔ = ঔ
মহা + ঔষধ = মহৌষধ
মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য

৭. ই–কার অথবা ঈ–কারের পর ই–কার কিংবা ঈ–কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ–কার হয়। দীর্ঘ ঈ–কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই + ই = ঈ
গিরি + ইন্দ্র = গিরীন্দ্র
অতি + ইত = অতীত
যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র
অতি + ইব = অতীব
ই + ঈ = ঈ
ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ
অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর
দিল্লী + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর
পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা
ঈ + ই = ঈ
মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র
সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র
ঈ + ঈ = ঈ

পৃথ্বী + ঈশ = পৃথ্বীশ

৮. ই–কার কিংবা ঈ–কারের পর ই ও ঈ ছাড়া অন্য স্বরবর্ণ থাকলে ই বা ঈ–কার স্থানে 'য' হয়। য–ফলারূপে 'য্' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ই+অ = য্ + অ

আদি + অন্ত = আদ্যন্ত
অতি+অন্ত = অত্যন্ত
অতি + অধিক = অত্যধিক
প্রতি + অহ = প্রত্যহ

ই + আ = য্ + আ

ইতি + আদি = ইত্যাদি
অতি + আচার = অত্যাচার
প্রতি + আশা = প্রত্যাশা

ই + উ = য্ + উ

অতি + উচ্চ =অত্যুচ্চ
অতি + উক্তি = অত্যুক্তি
প্রতি + উপকার = প্রত্যুপকার

ই + ঊ = য্ + উ

প্রতি +ঊষ = প্রত্যুষ

ঈ + অ = য্ + আ

নদী + অম্বু = নদ্যম্বু

ঈ + আ = য্ + আ

মসী + আধার = মস্যাধার

ই + এ = য্ + এ

প্রতি + এক = প্রত্যেক

৯. উ–কার অথবা ঊ–কারের পর উ–কার কিংবা ঊ–কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ–কার হয়। উ–কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হয়।

উ + উ = ঊ

সু + উক্ত = সূক্ত
অনু + উদিত = অনূদিত
মরু + উদ্যান = মরূদ্যান
কটু + উক্তি = কটূক্তি

উ + ঊ = ঊ

লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি
তনু + ঊর্ধ্ব = তনূর্ধ্ব
তরু + ঊর্ধ্ব = তরূর্ধ্ব

ঊ + উ = ঊ

বধূ + উক্তি = বধূক্তি
বধূ + উৎসব = বধূৎসব

ঊ + ঊ = ঊ

ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব
সরযূ + ঊর্মি = সরযূর্মি

১০. উ–কার অথবা ঊ–কারের পর ঊ–কার। ঊ–কার ছাড়া অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ স্থানে ব–ফলা হয়। ব–ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উ + অ = ব্ + অ
অনু + অয় = অন্বয়
মনু + অন্তর = মন্বন্তর
সু + অল্প = স্বল্প
উ + আ = ব্ + আ
সু + আগত = স্বাগত
পশু + আচার = পশ্বাচার
উ + ই = ব + ই
অনু + ইত = অন্বিত
উ + ঈ = ব + ঈ
অনু + ঈক্ষা = অন্বীক্ষা
তনু + ঈ = তন্বী
ঊ + এ = ব + এ
অনু + এষণ = অন্বেষণ

১১. ঋ–কারের পর ঋ ছাড়া অন্য স্বর থাকলে ঋ–কার স্থানে র–ফলা হয়। র–ফলা পূর্ববর্তী ধ্বনিতে যুক্ত হয়।

ঋ + অ = র
পিতৃ + অর্থে = পিত্রর্থে
পিতৃ + অনুমতি = পিত্রনুমতি
ঋ + আ = র
পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়
মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ

বিশেষ স্বরসন্ধি

অ–বর্ণের পর কাতর অর্থে ঋত শব্দের ঋ থাকলে ঋ স্থানে 'আর্' হয়ে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়।

শীত + ঋত = শীতার্ত
তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত
দুঃখ + ঋত = দুঃখার্ত

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি

কোন নিয়ম অনুসারে সন্ধি না হয়ে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির যখন পরিবর্তন ঘটে তখন সেইরূপ সন্ধিকে নিপাতন-সিদ্ধ সন্ধি বলে।

কুল + অটা = কুলটা
শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন
স্ব + ঈর = স্বৈর
সীমন্ + অন্ত = সীমন্ত
স্ব + ঈরিণী = স্বৈরিণী

বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ
অক্ষ + উহিণী = অক্ষৌহিণী
মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড

স্বরের অন্তঃসন্ধি

১. শব্দের মধ্যে এ–কারের পর স্বরধ্বনি থাকলে এ–কারের স্থানে 'অয়' হয়।
এ + অ = অয়
নে + অন = নয়ন
বে + অন = বয়ন
এ + আ = আ
শে + আন = শয়ান

২. ঐ–কারের পর স্বরধ্বনি থাকলে ঐ–কার স্থানে 'আয়' হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।
ঐ + অ = আয়
নৈ + অক = নায়ক
গৈ + অক = গায়ক

৩. শব্দের মধ্যে ও–কারের পরে স্বরধ্বনি থাকলে ও–কারের স্থানে 'অব' হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।
ও + অ = অব
পো + অন = পবন
ভো + অন = ভবন
লো + অন = লবণ

৪. শব্দের মধ্যে ঔ–কারের পর স্বরধ্বনি থাকলে ঔ–কার স্থানে 'আব' হয়।
ঔ + অ = আব
পৌ + অক = পাবক
নৌ + ইক = নাবিক
ভৌ + উক = ভাবুক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমতো কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

১. একই শব্দের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়, তাকে বলে–
ক) ব্যঞ্জনসন্ধি
খ) অন্তঃসন্ধি
গ) স্বরসন্ধি
ঘ) বহিঃসন্ধি

২. বাংলা সন্ধি কত প্রকার ?
ক) তিন প্রকার
খ) পাঁচ প্রকার
গ) দুই প্রকার
ঘ) চার প্রকার

৩. বিভিন্ন শব্দের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয় তাকে বলে ––
ক) বহিঃসন্ধি
খ) ব্যঞ্জনসন্ধি
গ) অন্তঃসন্ধি
ঘ) স্বরসন্ধি

৪. 'শীতার্ত ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয় –

ক) শীত + আর্ত　　খ) শীত + ঋত

গ) শীত + আত　　ঘ) শীত + রীত

৫. শব্দের মধ্যে ঔ–কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঔ–কার স্থানে হয় –

ক) আব　　খ) অব

গ) অর　　ঘ) আর

৬. বহিঃসন্ধি চিহ্নিত করুন :

ক) নে + অন　　খ) বে + অন

গ) সূর্য + অস্ত　　ঘ) পৌ + অক

৭. সন্ধি করুন :

ক) মনু + অন্তর　　খ) প্র + ঊঢ়

গ) অনু + এষণ　　ঘ) বধূ + উৎসব

ঙ) আদি + অন্ত　　চ) অতি + অন্ত

ছ) মরু + উদ্যান　　জ) পিতৃ + আলয়

ঝ) নৈ + অক　　ঞ) শীত + ঋত

৮. সন্ধিবিচ্ছেদ করুন :

ক) দুঃখার্ত　　খ) কটূক্তি

গ) লঘূর্মি　　ঘ) গায়ক

ঙ) তৃষ্ণার্ত　　চ) গবাক্ষ

ছ) সূক্ত　　জ) অত্যধিক

ঝ) প্রত্যহ　　ঞ) মাত্রাদেশ

উত্তর

১. খ　২. গ　৩. ক　৪. খ　৫. ক　৬. গ

৭. মন্বন্তর, প্রৌঢ়, অন্বেষণ, বধূৎসব, আদ্যন্ত, অত্যন্ত, মরূদ্যান, পিত্রালয়, নায়ক, শীতার্ত

৮. দুঃখ + ঋত , কটু + উক্তি, লঘু + ঊর্মি, গৈ + অক, তৃষ্ণা + ঋত, গো + অক্ষ, সু + উক্ত , অতি + অধিক , প্রতি + অহ , মাতৃ + আদেশ

পাঠ ৩.৫ : ব্যঞ্জন সন্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ব্যঞ্জনসন্ধির সংজ্ঞার্থ ও নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যঞ্জনসন্ধি ও স্বরসন্ধির পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত শব্দগুলো সন্ধিবিচ্ছেদ ও সন্ধি করতে পারবেন।

স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির সহযোগে কিংবা তাদের একের লোপে অথবা ধ্বনি দুটির পারস্পরিক প্রভাবে ধ্বনির যে পরিবর্তন তার নাম ব্যঞ্জনসন্ধি। স্বরসন্ধির ক্ষেত্রে স্বরধ্বনির সঙ্গে যেমন স্বরধ্বনির সন্ধি হতে হয়, ব্যঞ্জনসন্ধির ক্ষেত্রে সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি সাধারণত তিন উপায়ে নিষ্পন্ন হয়।

১. ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনির মিশ্রণে
২. ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মিশ্রণে
৩. স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মিশ্রণে

ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরের অথবা ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

১. স্বরবর্ণ , বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ অথবা য, র, ল, ব, হ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়।

ক + ঈ = গ
বাক + ঈশ = বাগীশ
ক + এ = গ
ঋক + বেদ = ঋগ্বেদ
দিক + দর্শন = দিগ্‌দর্শন
ট + দ = ড়
ষট + দর্শন = ষড়্‌দর্শন
ষট + আনন = ষড়ানন
ষট + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র

২. আনুনাসিক বর্ণ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়।

ত + ন = ন
জগৎ + নাথ = জগন্নাথ
ত + ম = ন
চিৎ + ময় = চিন্ময়
মৃৎ+ ময়ী = মৃন্ময়ী
ক + ম = ঙ
বাক্ +ময় = বাঙ্ময়
দিক + মণ্ডল = দিঙ্‌মণ্ডল
ট + ন = ণ
ষট্ + নবতি = ষণ্নবতি

৩. চ কিংবা ছ পরে থাকলে ত্ এবং দ স্থানে চ হয়।
উৎ + চারণ = উচ্চারণ
উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ

৪. জ কিংবা ঝ পরে থাকলে ত ও দ স্থানে জ হয় ।

ত্ + জ = জ
সৎ + জন = সজ্জন
যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন

বিপদ + জনক = বিপজ্জনক
জগৎ + জ্যোতি = জগজ্জ্যোতি

ত্ + ঝ = জ

কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা

দ + জ = জ

তদ + জাতীয় = তজ্জাতীয়

৫. ল পরে থাকলে ত ও দ স্থানে ল হয়।

ত্ + ল = ল
উৎ + লিখিত = উল্লিখিত
উৎ + লাস = উল্লাস
উৎ + লঙ্ঘন = উল্লঙ্ঘন

৬. শ পরে থাকলে ত ও দ স্থানে চ এবং শ স্থানে ছ হয় । অর্থাৎ উভয়ে মিলে চ্ছ হয়।

ত্ + শ = চ

উৎ+ শ্বাস = উচ্ছ্বাস
উৎ+ শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল

৭. হ পরে থাকলে ত স্থানে দ এবং হ স্থানে ধ হয় এবং উভয়ে মিলে দ্ধ হয়।

ত্ + হ = দ

উৎ + হার= উদ্ধার
উৎ + হত = উদ্ধত
তৎ + হিত = তদ্ধিত

৮. ড, ঢ পরে থাকলে ত এবং দ স্থানে ড হয়।

ত্ + ড = ড

উৎ + ডীন = উড্ডীন

ত্ + ঢ = ড

বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ঢক্কা

৯. স্বরবর্ণের পরে ছ থাকলে ছ স্থানে চ্ছ হয়।

ই + ছ = চ্ছ

পরি + ছদ = পরিচ্ছদ

উ + ছ = চ্ছ

তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া
আ + ছাদন = আচ্ছাদন

১০. পরে ক, প, স ধ্বনি থাকলে দ বা ধ স্থানে ৎ হয়।

দ্ + ক = ৎ

তদ + কাল = তৎকাল
হৃদ + কম্প = হৃৎকম্প

দ্ + প = ৎ

হৃদ + পিণ্ড = হৃৎপিণ্ড
তদ + পর = তৎপর

দ্ + স = ৎ

তদ +সম = তৎসম
হৃদ + স্পন্দন = হৃৎস্পন্দন

ধ্ + ক = ৎ

ক্ষুধ + কাতর = ক্ষুৎকাতর

ধ্ + প = ৎ

ক্ষুধ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা

১১. ন পরে থাকলে চ ও জ বর্ণের স্থানে ঞ হয়।

চ্ + ন = ঞ

যাচ্ + না = যাচ্ঞা

জ্ + ন = জ্ঞ

যজ্ + ন = যজ্ঞ

রাজ্ + নী = রাজ্ঞী

১২. ম আগে থাকলে এবং ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে ম স্থানে অনুস্বার (ং) বা উয়ো (ঙ) হয়।

ম্ + ক = ং

অহম্ + কার = অহংকার

সম্ +কীর্ণ = সংকীর্ণ

সম্ +খ্যা = সংখ্যা

ম্ +গ = ং

সম্ +গীত = সংগীত

সম্ + গত = সংগীত

ম্ + ঘ = ং

সম্ + ঘ = সংঘ

সম্ + ঘাত = সংঘাত

১৩. চ থেকে ম পর্যন্ত যে কোন ধ্বনি পরে থাকলে পূর্বপদের ম স্থানে ঐ বর্গের পঞ্চম ধ্বনি হয়।

ম্ + চ = ঞ

সম্ + চয় = সঞ্চয়

ম্ + জ = ঞ

সম্ + জাত = সঞ্জাত

ম্ + ত = ন

গম্ +তব্য = গন্তব্য

ম্ + ধ = ন

সম্ + ধান = সন্ধান

ম্ + ন = ন্ন

কিম্ + নর = কিন্নর

ম্ + প = ম্প

সম্ + পূর্ণ = সম্পূর্ণ

ম্ + ব = ম্ব

সম্ + বোধন = সম্বোধন

ম্ + ম = ম্ম

সম্ + মান = সম্মান

১৪. পরে য/র/ল/ব থাকলে পূর্বের ম স্থানে অনুস্বার (ং) হয়।

সম্ + যত = সংযত

সম্ + রাগ = সংরাগ

সম্ + লাপ = সংলাপ

সম্ + বর্ধনা = সংবর্ধনা

১৫. পরে শ/স/হ থাকলে পূর্বের ম স্থানে অনুস্বার (ং) হয়।

সম্ +শোধন = সংশোধন

সম্ + সার = সংসার

সম্ + হার = সংহার

১৬. পরপদের প্রথমে যদি স্বরধ্বনি থাকে তবে পূর্বপদের অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির বিসর্গ (ঃ) র্ হয়ে যায়।

ইঃ + অ = র্

নিঃ + অন্ন = নিরন্ন

ইঃ + আ = রা

নিঃ + আকার = নিরাকার

ইঃ + ই = জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র

উঃ + অ = র

দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা

উঃ + আ = রা

দুঃ +আত্মা = দুরাত্মা

দুঃ + আশা = দুরাশা

১৭. পরপদে র থাকলে পূর্বপদের বিসর্গযুক্ত ই উ দীর্ঘ–ঈ অথবা দীর্ঘ–ঊ-তে রূপান্তরিত হয়।

ইঃ + র = ঈ

নিঃ + রব = নীরব

নিঃ + রস = নীরস

১৮. ৩য়, ৪র্থ বা ৫ম বর্ণ কিংবা য, র, ল, হ পরে থাকলে পূর্বপদের র–জাত বিসর্গ রেফ (´) – এ রূপান্তরিত হয়।

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত

দুঃ + গত = দুর্গত

দুঃ + ঘটনা = দুর্ঘটনা

নিঃ + ঘাত = নির্ঘাত

দুঃ + জন = দুর্জন

নিঃ + মান = নির্মাণ

নিঃ + যাতন = নির্যাতন

১৯. চ, ছ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে শ্ হয়।

নিঃ + চয় = নিশ্চয়

শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ

২০. ট, ঠ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে ষ হয়।

চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়

নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

২১. ত থাকলে পূর্বপদের বিসর্গ স্থানে স হয়।

ইতঃ + তত = ইতস্তত

মনঃ +তাপ = মনস্তাপ

২২. ক, খ, প, ফ পরে থাকলে ই বা উ–জাত বিসর্গ স্থানে ষ হয়।

আবিঃ + কার = আবিষ্কার

দুঃ +কৃতি = দুষ্কৃতি

চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ

তিরঃ + কার = তিরস্কার

নিঃ + পত্তি = নিষ্পত্তি

নিঃ + ফল = নিষ্ফল

২৩. ৩য়, ৪র্থ বা ৫ম বর্ণ কিংবা য, র, ল অথবা হ পরে থাকলে বিসর্গ রূপান্তরিত হয়ে ও হয়। ও পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অধঃ + গতি = অধোগতি
সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত
তিরঃ + ধান = তিরোধান
মনঃ + নয়ন = মনোনয়ন
অধঃ + বদন = অধোবদন
অকুতঃ + ভয় = অকুতোভয়
ইতঃ + মধ্যে = ইতোমধ্যে
মনঃ + যোগ = মনোযোগ
মনঃ + রম = মনোরম
যশঃ + লাভ = যশোলাভ
পুরঃ + হিত = পুরোহিত
ততঃ + অধিক = ততোধিক

নিম্নলিখিত শব্দগুলো বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ অর্থাৎ নিপাতনে সিদ্ধ :

গো + য = গব্য, নৌ + য = নাব্য, বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, তৎ + কর = তস্কর, গো + পদ = গোষ্পদ
পর + পর = পরাপর, পরি + কার = পরিষ্কার, এক + দশ = একাদশ, ষট + দশ = ষোড়শ

খাঁটি বাংলা শব্দে সন্ধি হয় না। তবে নিম্নলিখিত শব্দগুলো বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ –

কাঁদ্ + না = কান্না
রাঁধ + না = রান্না
পাট + কাটি = পাটকাটি
না + হই = নহি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠটি ভালো করে পড়ে আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে লিখুন।

১। ব্যঞ্জনসন্ধির সংজ্ঞা দিন।

২। বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি ও স্বরসন্ধির পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৩। আনুনাসিক বর্ণ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে কোন বর্ণ হবে ?

ক) ৩য়　　খ) ১ম
গ) ২য়　　ঘ) ৫ম

৪। সন্ধি করুন:

সৎ + জন
বিপদ + জনক
উৎ + চারণ
বাক্ + ময়
দিক + মণ্ডল

পাঠ ৩.৬ : বাংলা উচ্চারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিধি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা ব্যাঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ বিধি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- কতিপয় শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারবেন।

উচ্চারণ একটি বাচনিক প্রক্রিয়া। মান্য বা প্রমিত উচ্চারণ বলতে সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত আঞ্চলিকতামুক্ত উচ্চারণকে বুঝায়। মান্য উচ্চারণ সবসময় বানানকে অনুসরণ করে না। প্রায়ই তা অর্থকেও অনুসরণ করে না। মান্য উচ্চারণে ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণটিই প্রধান। 'অনন্ত' শব্দের বানান অনুযায়ী উচ্চারণ হওয়া উচিত অনন্‌ত। কিন্তু আমরা মান্য উচ্চারণ করি –'অনোন্‌তো। এর কারণটি ধ্বনিতাত্ত্বিক। প্রথম সিলেবল বা অক্ষরে ঝোঁক পড়ার জন্য দ্বিতীয় অক্ষরের নিহিত অ ধ্বনি ও ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

আবৃত্তিতে, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ভাষণে কিংবা নাটকের সংলাপে এক ধরনের পরিশীলিত উচ্চারণ দেখা যায়। এই পরিশীলিত উচ্চারণকে বলা যায় ফরমাল বা আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ। এই আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ প্রমিত বা মান্য উচ্চারণ থেকে আলাদা।

বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা

বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। ভাষার মূল উদ্দেশ্য রক্ষা করা।
২। ভাষার অর্থ ও বোধগম্যতা রক্ষা করা।
৩। ভাষার যথার্থ মনোভাব প্রকাশ করা এবং অর্থের বিকৃতি থেকে রক্ষা করা।
৪। আঞ্চলিকতা থেকে ভাষাকে রক্ষা করা।
৫। শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে ভাষাকে মানসম্মত করা।

বাংলা উচ্চারণরীতি

স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিধি

'অ'-এর উচ্চারণ

অ কখনো 'অ' হিসেবে উচ্চারিত হয়, কখনো 'ও' হিসেবে উচ্চারিত হয়। বাংলা ভাষায় অ-ধ্বনির উচ্চারিত রূপ দুটি। যথা:

১। **আংশিক বিবৃত বা অর্ধ-বিবৃত অ-ধ্বনি :** আংশিক বিবৃত অ-ধ্বনির উচ্চারণ মূল বর্ণ 'অ'-এর উচ্চারণের অনুরূপ। যেমন : মত (মতো), যত (যতো), গত (গতো), কত (কতো) প্রভৃতি শব্দের প্রথম বর্ণ অবিকৃত–অ।

২। **'ও'-বিবৃত অ-স্বরধ্বনি :** এক্ষেত্রে 'অ' স্বরচিহ্নটি অনেকটা 'ও'-স্বরধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : সদ্য (সোদ্‌দো), গদ্য (গোদ্‌দো), মধ্য (মোদ্‌ধো) দধি (দোধি), গদি (গোদি), করুণ (কোরুন) যদি (যোদি), নদী (নোদী), অতি (ওতি), প্রতি (প্রোতি) ইত্যাদি। এখানে অ-এর উচ্চারণ অনেকটা ও-এর মতো হয়েছে।

শব্দের আদ্যস্থ বা প্রথমের অ/অ-কার-এর উচ্চারণবিধি

১। শব্দের বানানে প্রথমে অ থাকলে কিংবা অন্য কোনো আদ্যবর্ণের সাথে অ-কার হিসেবে যুক্ত থাকলে এবং তারপরে ই/ঈ, উ/ঊ থাকলে অ কিংবা অ-কার এর উচ্চারণ সাধারণত ও কিংবা ও–কার এর মতো হয়। যেমন :

ক) অ + ই > ওই : উদাহরণ –অভিমান (ওভিমান), পথিক (পোথিক), অতীত (ওতিত), ক্ষতি (ক্ষোতি), অধিকার (ওধিকার), অতিরিক্ত (ওতিরিক্তো), পতি (পোতি), রশি (রোশি), ঘড়ি (ঘোড়ি), সতী (সোতি), বধির (বোধির), নতি (নোতি), মসি (মোসি), মন্দির (মোন্দির)

খ) অ + ঈ > ওই : উদাহরণ–অধীন (ওধিন্), গভীর (গোভির্), প্রবীণ (প্রোবিন্), নবীন (নোবিন), শশী (শোশি) রথী (রোথি), শরীর (শোরির্), ননী (নোনি), ধনী (ধোনি), অতীত (ওতিত্), নদী (নোদি), মনীষা (মোনিশা), প্রবীর (প্রোবির্)
গ) অ + উ > ওউ : উদাহরণ –অনু (ওনু), অনুদান (ওনুদান্), বউ (বোউ), সরু (সোরু), গরু (গোরু), তরু (তোরু), কদু (কোদু), যদু (যোদু), অনুকূল (ওনুকূল্), বকুল (বোকুল্), করুণ (কোরুন্), তোরুণ (তোরুন্), মধু (মোধু), মরু (মোরু)

ঘ) অ + ঊ > ওঊ : উদাহরণ––বধূ (বোধু) অনূদিত (ওনুদিতো), ময়ূর (মোয়ুর্), মসুর (মোশুর্), কর্পূর (কোরপুর্), ময়ূখ (মোয়ুখ্)

২। বানানে অ কিংবা অ-কার যুক্ত বর্ণের পর য–ফলা (্য) থাকলে উচ্চারণ ও কিংবা ও–কারের মতো হয়।
অ + য ফলা > ও : অন্য (ওন্নো), অত্যধিক (ওত্তোধিক্), সন্ধ্যা (শোন্ধা), কন্যা (কোন্না), বন্যা (বোন্না), বন্য (বোন্নো), অদ্য (ওদ্দো), কল্যাণ (কোল্লান্), কথ্য (কোত্থো), সত্য (সোত্তো), শয্যা (শোজ্জা), ধন্য (ধোন্নো), পণ্য (পোন্নো), মধ্য (মোদ্ধো), সদ্য (শোদ্দো), সখ্য (শোক্খো), তথ্য (তোত্থো)

৩। অ কিংবা অ-কারের পর ক্ষ কিংবা জ্ঞ থাকলে অ বা অ-কারের উচ্চারণ ও–এর মতো হবে।
ক) অ + ক্ষ> ও : সক্ষম (সক্খোম্), অক্ষম (অক্খোম), দক্ষ (দোক্খো), কক্ষ (কোক্খো), বক্ষ (বোক্খো), পক্ষ (পোক্খো), রক্ষা (রোক্খা), যক্ষ (যোক্খো)
খ) অ + জ্ঞ > ও : যজ্ঞ (জোগ্গো)

৪। অ –এর পর ঋ কিংবা ঋ–কার যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে অ–এর উচ্চারণ ও–এর মতো হয়।
মসৃণ (মোসসৃন্), মাতৃত্ব (মাতৃত্তো), বক্তৃতা (বোক্তৃতা), কর্তৃকারক (কোরতৃকারোক্)

৫। শব্দের প্রথমে অ–যুক্ত র–ফলা থাকলে অ–এর উচ্চারণ সাধারণত ও-এর মতো হয়।
প্রভাত (প্রোভাত্) গ্রহ (গ্রোহ), প্রখর (প্রোখর্), শ্রম (শ্রোম), ভ্রম (ভ্রোম্), প্রথম (প্রোথোম্), প্রকৃত (প্রোকৃত), গ্রন্থ (গ্রোন্থো), প্রকাশ (প্রোকাশ্), শ্রবণ (স্রোবোন্)

শব্দমধ্যস্থ অ/অ-কার –এর উচ্চারণবিধি

১। শব্দের মধ্যে অ কিংবা অ-কার ই/ঈ, উ/ঊ-কার এবং ক্ষ,জ্ঞ, য-ফলার পূর্বে থাকলে অ-এর উচ্চারণ ও-এর মতো হয়।
অবনতি (অবোনোতি), জননী (জনোনি), শতমূল (শতোমূল্), সমভূমি (শমোভূমি), সুমতি (শুমোতি), অদক্ষ (অদোক্খো), ধরণি (ধরোনি), অসত্য (অশোত্তো)

২। শব্দের মধ্যকার অ-এর পূর্বে অ, আ, এ কিংবা ও-কার থাকলে অ-এর উচ্চারণ ও হয়।
উদাহরণ : ছাগল (ছাগোল্), কাজল (কাজোল্), পাগল (পাগোল্), বলদ (বলোদ্), বেতন (বেতোন্), তখন (তখোন্), কাগজ (কাগোজ), দশক (দশোক), নাগর (নাগোর), সাগর (শাগোর), সমন (শমোন), জনম (জনোম), কোমল (কোমোল)

৩। বাংলা ভাষায় কিছু তৎসম শব্দ আছে যেগুলো পৃথক অবস্থায় হসন্ত উচ্চারণ হলেও সমাসবদ্ধ অবস্থায় মধ্য-অ ও–কারান্তরূপে উচ্চারিত হয়। 'বন' যখন স্বতন্ত্র অবস্থায় উচ্চারিত হয় তখন উচ্চারণ বন কিন্তু 'বনবাসী' শব্দের উচ্চারণ বনোবাশি। আরও দৃষ্টান্ত : দীনবন্ধু (দীনোবোন্ধু), গীতগোবিন্দ (গিতোগোবিন্দো), মেঘমালা (মেঘোমালা), করতল (করোতল), মদমত্ত (মদোমত্তো), রসমালাই (রশোমালাই), ফুলবন (ফুলোবন)
তবে কিছু সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দে উপর্যুক্ত নিয়ম মানা হচ্ছে না। শব্দের মধ্যস্থ অ–এর উচ্চারণে হসন্ত উচ্চারণ করা হচ্ছে।
যেমন : রাজপুত্র (উচ্চারণ–রাজোপুত্রো নয়, রাজপুত্ত্রো), লোকনাথ (উচ্চারণ–লোকোনাথ নয়, লোক্নাথ)
এরকম : সংবাদপত্র, রাজমহল, রাজনীতি, লোকসভা প্রভৃতি।

শব্দের অন্ত্য অ/অ-কার–এর উচ্চারণবিধি

১।। বাংলা ভাষায় শব্দান্তের অ–ধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে মিশে যায় বলে সাধারণত হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়।
উদাহরণ: আম্, জাম্, হাত্, ধান, বান, পাঠ, পাট, ইট, মাছ্, দিবস্, পাত্, সাত্, রাত্, ঘাট্, মাঠ, ঋণ্, দিন্, খড়্, চর্,

২। আন –(আনো) –প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে অবস্থিত অ-এর উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়।
উদাহরণ : বলান (বলানো), করান (করানো), দেখান (দেখানো), শেখান (শেখানো), চালান (চালানো)।
তবে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে উচ্চারণ হসন্তবাচক হবে। যেমন: আমাকে ছবিটি দেখান্। রাস্তা থেকে গাছটি সরান্।

৩। ত অথবা ইত প্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য অ-উচ্চারণে ও–কারান্ত হয়ে থাকে।
যেমন: গত (গতো), নত (নতো), পালিত (পালিতো), বঞ্চিত (বোন্চিতো), মৃত (মৃতো), গঠিত (গোঠিতো), জ্ঞাত (গ্যাঁতো), পঠিত (পোঠিতো), গীত (গিতো)
কিন্তু এরূপ শব্দ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হলে অন্ত্য অ-কারের লোপ পায়। যেমন: গীত (গিত্), সংগীত (শোংগিত্), পণ্ডিত (পোন্ডিত্)

৪। কিছু দ্বিরুক্ত শব্দের অন্তিম-অ সাধারণত ও-কারান্তরূপে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ: বড়বড় (বড়োবড়ো), ঘনঘন (ঘনো-ঘনো)

৫। শব্দের হ এবং ঢ় বর্ণের অন্ত্য–অ সাধারণত ও-কারান্তরূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন: বিরহ (বিরহো), কলহ (কলোহো), বিবাহ (বিবাহো), গাঢ় (গাঢ়ো), দৃঢ় (দৃঢ়ো), দ্রোহ (দ্রোহো), মূঢ় (মুঢ়ো)

৬। ই-কার এবং এ-কারের পর য় থাকলে তা ও–কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: বিধেয় (বিধেয়ো), অজেয় (অজেয়ো), অনুমেয় (ওনুমেয়ো), তুলনীয় (তুলোনিয়ো), পালনীয় (পালোনিয়ো), বায়বীয় (বায়োবিয়ো), শারদীয় (শারোদিয়ো)

৭। শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে অ–ধ্বনির উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়। উদাহরণ : রক্ত (রক্তো), পদ্য (পোদ্দো), ধর্ম (ধর্মো), কর্ম (কর্মো), অনুরক্ত (অনুরক্তো), চিহ্ন (চিন্হো), অনন্ত (অনোন্তো), প্রাজ্ঞ (প্রাগ্গোঁ), শান্ত (শান্তো)

৮। তর (তরো), তম (তমো) প্রত্যয়যুক্ত পদের শেষে অ–এর উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়। উদাহরণ: উচ্চতম (উচ্চোতমো), ভিন্নতর (ভিন্নোতরো), অধিকতম (ওধিকোতমো), গুরুতর (গুরুতরো), অন্যতর (ওন্নোতরো)

৯। শব্দের অন্ত্য অ–এর আগে ঐ, ঔ, ং, ঃ, ঋ-কার থাকলে অন্ত্য অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। উদাহরণ: হংস (হংশো), বৈধ (বোইধো), সৌর (শোউরো), ধৌত (ধোউতো), তৃণ (ত্রিনো), দৈব (দোইবো), মৃগ (মৃগো) বিংশ (বিংশো)

আ, ই, ঈ, উ, ঊ স্বরচিহ্নের উচ্চারণবিধি

১। একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের আ/ আ-কারের উচ্চারণ কিছুটা দীর্ঘ হয়। যেমন: আম (আ-ম), দাম (দা-ম), সাধ (সা–ধ), জাম (জা–ম), কাল (কা-ল), বান (বা–ন), মান (মা–ন), থান (থা–ন), পান (পা–ন), বাগ (বা–গ)

২। সাধারণত একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের স্বরবর্ণ কিছুটা দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। উদাহরণ: দিন, বীণ, ফুল, ধূপ। কিন্তু দিনে, বীণা, ফুলে, ধূপে ইত্যাদি শব্দের ই, ঈ, উ, ঊ-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব।

৩। বাংলা বানানের হ্রস্ব-দীর্ঘ পার্থক্যের জন্য উচ্চারণে হ্রস্বতা-দীর্ঘতার পার্থক্য অনুসরণ করা হয় না। উদাহরণ মধু/ বধূ, নদী/ যদি

এ-এর উচ্চারণ

১। শব্দের আদিতে স্থিত এ-র পরে ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও, য়, র, ল, শ, হ থাকলে 'এ' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। উদাহরণ: একি, একীভূত, একুশ, একূল, মেয়ে, ভেতো, জেলা, এশা, কেহ। ব্যতিক্রম–দেওর (দ্যাওর), শেওড়া (শ্যাওড়া)
২। শব্দের আদ্য এ–কারের পরে যদি ং, ঙ, ঙ্গ থাকে এবং তারপরে ই, ঈ, উ, ঊ না থাকে তবে এ-কার এ্যা–কার রূপে উচ্চারিত হয়। উদাহরণ: নেংটা (ন্যাংটা), বেঙ (ব্যাঙ)
৩। বাংলায় তৎসম শব্দের আদ্য এ-কার অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। উদাহরণ: প্রেম (প্রেম), কেন্দ্র (কেন্দ্র)

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

উচ্চারণের দিক থেকে ঙ এবং ং-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। যেমন –রঙ/রং, ব্যাঙ/ব্যাং

ঞ, ঞ্জ, জ্ঞ–এর উচ্চারণ

১। ঞ-বর্ণটি চ বর্গের চারটি বর্ণ চ, ছ, জ, ঝ–এর পূর্বে যুক্তাবস্থায় ব্যবহৃত হয় এবং বাংলায় দন্ত্য ন-এর মতো উচ্চারিত হয়। উদাহরণ – মঞ্চ (মন্‌চো), ব্যঞ্জন (ব্যান্‌জোন), বাঞ্ছিত (বান্‌ছিতো), লাঞ্ছিত (লান্‌ছিতো), পঞ্চ (পন্‌চো), খঞ্জনা (খন্‌জোনা), সঞ্চয় (শন্‌চয়), রঞ্জন (রন্‌জোন)

২। জ্ঞ–এই যুক্ত ব্যঞ্জনে জ এবং ঞ বর্ণ দুটির কোনটিরই উচ্চারণ নেই, তবে বাংলায় জ্ঞ–এর উচ্চারণ শব্দের আদিতে গ্যঁ, গ্যঁ এবং শব্দের মধ্যে এবং অন্তে গগঁ –এর মতো। যেমন: জ্ঞান (গ্যাঁন্), অজ্ঞ (অগ্‌গোঁ), বিজ্ঞান (বিগ্‌গ্যাঁন্), বিজ্ঞপ্তি (বিগ্‌গোঁপ্‌তি)

ণ, ন–এর উচ্চারণ

লিখিত রূপ ভিন্ন হলেও বাংলা ভাষায় মূর্ধন্য–ণ উচ্চারণ দন্ত্য–ন হতে অভিন্ন। তবে উচ্চারণ একই হলেও দন্ত্য–ন এবং মূর্ধন্য–ণ -এর ব্যবহারে পদের অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন: পানি (জল), পাণি (হাত)। সেরকম–মন/মণ, গন/গণ

ড়, ঢ়–এর উচ্চারণ

উচ্চারণের দিক থেকে ড়, ঢ়–এর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুচাপের স্বল্পতা ও আধিক্যের দিক থেকে। এতে করে 'ঢ়' এর উদাহরণের অন্তে মহাপ্রাণ 'হ'-এর রেশ থাকে। তবে উচ্চারণভেদে অর্থেরও পার্থক্য ঘটে। যেমন– গাঢ়-গাড়, পড়া-পরা, ভাড়া-ভারা।

য, জ-এর উচ্চারণ

উচ্চারণের দিক থেকে য ও জ-এর মধ্যে কেবল 'জ'-এর উচ্চারণ সংরক্ষিত হবে। উদাহরণ: যতন (জতোন), জনতা (জনোতা), যম (জম), জগৎ (জগোত্)

বর্গীয়-ব, অন্তঃস্থ-ব

উচ্চারণের দিক থেকে বাংলায় বর্গীয়-ব এবং অন্তস্থ-ব অভিন্ন। সংযুক্ত বর্ণে ব্যঞ্জনের পরে ব–ফলা রূপে সাধারণত অন্তস্থ–ব আসে, যা কেবল পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব–ভাব ঘটায়। উদাহরণ –বিশ্ব (বিশ্‌শো), বিদ্বান (বিদ্‌দান), স্বামী (শামি), স্বত্ব (শত্‌তো)

শ, ষ, স–এর উচ্চারণ

শ, ষ, স– এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণ তালব্য শ–এর মতো। যেমন বৈশাখ (বোইশাখ), সুখ (শুখ), বিষ (বিশ)।
ত, থ, ন, র, ল–এর পূর্বে শ ধ্বনিমূল থাকলে তা দন্ত্য স-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন– শ্লাঘা (স্লাঘা)

ঃ ঁ-এর উচ্চারণ

১। শব্দের অন্তে বিসর্গ থাকলে তা উচ্চারিত না হলেও শেষের অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়।
উদাহরণ ––প্রায়শ (প্রায়শো), মূলত (মূলতো)

২। পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে ঐ বিসর্গ পরবর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করে দেয়। উদাহরণ–– দুঃখ (দুক্‌খো), দুঃসময় (দুশ্‌শময়)

৩। যে কোনো স্বরধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জনায় অনুরণিত করার জন্য চন্দ্রবিন্দু (ঁ) ব্যবহৃত হয়।

গাঁদা (গাঁদা), চাঁদ্ (চাঁদ)

যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

ব-ফলা

১। শব্দের আদিতে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের ব-ফলা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। যেমন– ধ্বনি (ধোনি), ত্বক (তক্)

২। শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। উদাহরণ– অশ্ব (অশ্‌শো), বিশ্বাস (বিশ্‌শাশ)

৩। শব্দের মাঝে বা শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সাথে ব–ফলা যুক্ত থাকলে ওই ব–ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন –উজ্জ্বল (উজ্‌জল), তত্ত্ব (তত্‌তো)

৪। ম-এর সাথে ব–ফলা যুক্ত হলে 'ব' উচ্চারিত হয়। যেমন–গম্বুজ (গোম্‌বুজ), শম্বুজ (শোম্‌বুজ)

ম-ফলা

১। শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনে-যুক্ত ম–ফলা থাকলে তা উচ্চারিত হয় না। তবে ম-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে যে স্বরধ্বনি থাকে তা সানুনাসিক উচ্চারিত হয়।)যেমন– শ্মশান (শঁশান্), স্মৃতি (সৃঁতি), স্মারক (শাঁরোক্), স্মরণ (শঁরোন্), শ্মশ্রু (শোঁসস্রু)

২। শব্দের মধ্যে বা অন্তে ম–ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের 'ম' উচ্চারিত হয় না। ব্যঞ্জনটির উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটে এবং ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন – পদ্মা (পদ্‌দাঁ), ছদ্ম (ছদ্‌দোঁ), আত্ম (আত্‌তোঁ), আকস্মিক (আকোশ্‌শিঁক্), ভস্ম (ভশ্‌শোঁ), বিস্ময় (বিশ্‌শঁয়), অকস্মাৎ (অকোশ্‌শাত)

৩। গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম এবং ল বর্ণের সঙ্গে ম–ফলা যুক্ত থাকলে 'ম'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে।
যেমন– যুগ্ম (জুগ্‌মো), বাগ্মিতা (বাগ্‌মিতা), বাঙ্ময়ী (বাঙ্‌মোয়ি), মৃন্ময় (মৃন্‌ময়), হিরণ্ময় (হিরন্‌ময়)

৪। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত ম–ফলা উচ্চারিত হয় না, তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন– লক্ষ্মী (লোক্‌খি), সূক্ষ্ম (শুক্‌খো), যক্ষ্মা (জক্‌খা), ব্রাহ্মণ (ব্রামমোঁন)

৫। বাংলায় কতিপয় ম–ফলা যুক্ত সংস্কৃত শব্দ আছে, যাদের ম–ফলা উচ্চারিত হয়। যেমন– কুষ্মাণ্ড (কুশ্‌মানডো), আয়ুষ্মতী (আয়ুশ্‌মোতি)

য–ফলা

১। শব্দের আদিতে য–ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে এবং ঐ যুক্ত ব্যঞ্জনের পরে অ–কার বা আ-কার থাকলে তা এ্যা-যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন– ব্যথা (ব্যাথা), ব্যবস্থা (ব্যাবোস্‌থা), ব্যর্থ (ব্যার্‌থো), ব্যগ্র (ব্যাগ্‌গ্রো), ন্যস্ত (ন্যাস্‌তো), ব্যক্ত (ব্যাক্‌তো), ব্যাধ (ব্যাধ্), ব্যবসা (ব্যাব্‌শা), ব্যাখ্যা (ব্যাক্‌খা), শ্যামল (শ্যামল্)

২। শব্দের আদ্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত য–ফলার পরে যদি ই–কার বা ঈ–কার থাকে, তবে য–ফলাযুক্ত বর্ণটি এ-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন– ব্যক্তি (বেক্‌তি), ব্যতিব্যস্ত (বেত্‌ব্যাস্‌তো)

৩। শব্দের মধ্যে বা অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে য–ফলা থাকলে তা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। উদাহরণ: বন্ধ্যা (বন্‌ধা), সন্ধ্যা (শোন্‌ধা), সন্ন্যাসী (শোন্‌নাশি), মর্ত্য (মর্‌তো)

৪। শব্দের মধ্য বা অন্ত্য ব্যঞ্জনে য–ফলা যুক্ত হলে সে ব্যঞ্জনটি দ্বিত্ব উচ্চারিত এবং ও-কারান্ত হয়। যেমন– সদ্য (শোদ্‌দো), গদ্য (গোদ্‌দো), পদ্য (পোদ্‌দো), অদ্য (ওদ্‌দো), সত্য (শোত্‌তো), নব্য (নোব্‌বো), কথ্য (কোত্‌থো), তথ্য (তোত্‌থো), শস্য (শোশ্‌শো), বধ্য (বোদ্‌ধো), শূন্য (শুন্‌নো)

র–ফলা

১। শব্দের আদিতে অ-কারান্ত ব্যঞ্জনে র–ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটি ও-কারান্ত হয় কিন্তু উচ্চারণে দ্বিত্ব হয় না।
যেমন–প্রভাব (প্রোভাব্), প্রকাশ (প্রোকাশ্), প্রথম (প্রোথোম্), প্রচণ্ড (প্রোচন্‌ডো), শ্রমিক (শ্রোমিক্), ভ্রম (ভ্রোম্), প্রচার (প্রোচার্), প্রধান (প্রোধান্), প্রমত্ত (প্রোমত্‌তো), প্রজন্ম (প্রোজন্‌মো), প্রবীণ (প্রোবিন্), প্রতিদান (প্রোতিদান্), প্রযুক্তি (প্রোযুক্‌তি)

২। শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব–ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়।

যেমন –বিক্রম (বিক্‌ক্রম্), রাত্রি (রাত্‌ত্রি), বিদ্রোহ (বিদ্‌দ্রোহ), নম্র (নম্‌ম্রো), মাত্র (মাত্‌ত্রো), যাত্রী (যাত্‌ত্রি), তীব্র (তিব্‌ব্রো), শূদ্র (শুদ্‌দ্রো), ধাত্রী (ধাত্‌ত্রি)

৩। শব্দের মধ্যে বা অন্তে র–ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণের নিয়ম থাকলেও ঋ-কারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ ঠিক নয়। উদাহরণ–বিকৃত (বিকৃতো)

৪। কিছু কিছু শব্দে ঋ-কারের ক্ষেত্রে দ্বিত্ব ঘটে। যেমন – মসৃণ (মোস্‌সৃন্), অপসৃত (অপোস্‌সৃত), আদৃত (আদ্‌দৃতো), নিকৃষ্ট (নিক্‌কৃষ্ট), অদৃষ্ট (অদদৃশ্‌টো)

৫। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে র–ফলা থাকলে উচ্চারণ দ্বিত্ব না হলেও 'র-ফলা' চিহ্নের উচ্চারণ লোপ পায় না।
উদাহরণ – অস্ত্র (অস্‌ত্রো), শাস্ত্র (শাস্‌ত্রো), বস্ত্র (বস্‌ত্রো), যন্ত্র (জন্‌ত্রো), কেন্দ্র (কেন্‌দ্রো), রাষ্ট্র (রাশ্‌ট্রো), তান্ত্রিক (তান্‌ত্রিক্), যান্ত্রিক (যান্‌ত্রিক্), রবীন্দ্র (রবিন্‌দ্রো), অন্ধ্র (অন্‌ধ্রো)

ল–ফলা

১। শব্দের আদিতে ল-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন– গ্লানি (গ্লানি), ম্লান (ম্লান), ক্লেশ (ক্লেশ), প্লাবন (প্লাবোন), প্লাস (প্লাস্), ক্লাব (ক্লাব্), প্লুত (প্লুত), প্লীহা (প্লিহা)

২। শব্দের মধ্যে ও শেষে ল-ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিতব হয়। যেমন– বিপ্লব (বিপ্‌প্লব) অক্লান্ত (অক্‌ক্লান্‌তো), আপ্লুত (আপপ্লুত), শুক্লা (শুক্‌ক্লা), অম্লান (অম্‌ম্লান্)

ন–ফলা

গ ঘ ণ ত ধ ন প ম শ স হ-এর সঙ্গে দন্ত্য–ন যুক্ত হয়ে যথাক্রমে গ্ন, ঘ্ন ণ্ন ত্ন ন্ন প্ন ম্ন শ্ন হ্ন গঠন করে। হ্ন (হ + ন) যুক্তব্যঞ্জনে দন্ত্য-ন পরে বসলেও হ্ন -এর সঙ্গে দন্ত্য-ন হ-এর পূর্বে উচ্চারিত হয় (চিহ্ন–চিন্‌হোঁ)। অন্যান্য ক্ষেত্রে দন্ত্য-ন-এর উচ্চারণ পরে হয়। যেমন–ভগ্ন (ভগ্‌নো), বিঘ্ন (বিঘ্‌নো), ক্ষুণ্ন (খুন্‌নো), অন্ন (অন্‌নো), স্বপ্ন (স্বপ্‌নো), নিম্ন (নিম্‌নো)

হ-যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ

১। হ ধ্বনির সাথে ঋ–কার, র–ফলা কিংবা রেফ (´) যুক্ত হলে হ-এর উচ্চারণ আগে হয়।
যেমন –হৃদয় (হ্‌রিদয়), হৃদ্য (হ্‌রি দদো), হৃৎপিণ্ড (হ্‌রিত্‌পিনডো), হৃদি (হ্‌রিদি)

২। হ-এর সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে র আগে উচ্চারিত হয়। যেমন – হ্রাস (হ্‌রাশ্), হ্রদ (হ্‌রদ্), হ্রেষা (হ্‌রেশা), হ্রস্ব (হ্‌রশ্‌শো)

৩। দন্ত্য–ন এবং মূর্ধন্য–ণ–এর সাথে হ যুক্ত হলে দন্ত্য-ন এবং মূর্ধন্য–ণ আগে উচ্চারিত হয়।
উদাহরণ –চিহ্ন (চিন্‌হো), বহ্নি (বোন্‌হি), পূর্বাহ্ণ (পুরবাননোহো), মধ্যাহ্ন (মোদ্‌ধানহো)

৪। হ-ব্যঞ্জনের সাথে ম-যুক্ত হলে 'মহ' উচ্চারিত হয়। যেমন –ব্রহ্মাণ্ড (ব্রোম্‌হাণ্ড), ব্রাহ্মণ (ব্রাহম্‌হন্)

৫। হ-বর্ণের সঙ্গে য–ফলা যুক্ত হলে হ-ব্যঞ্জনের নিজস্ব উচ্চারণ লোপ পায় এবং য–ফলার উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়।
যেমন– বাহ্য (বাজ্‌ঝো), সহ্য (সজ্‌ঝো), দাহ্য (দাজ্‌ঝো), ঐতিহ্য (ওইতিজ্‌ঝো), ঊহ্য (ঊজ্‌ঝো)

৬। শব্দের প্রথমে হ-বর্ণের সঙ্গে ল যুক্ত থাকলে ল–এর উচ্চারণ হয়। উদাহরণ –হ্লাদ (লাদ্), হ্লাদিনী (লাদিনি)

৭। শব্দের মধ্যে কিংবা অন্ত্যে হ্ল থাকলে ল-এর উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন– আহ্লাদ (আল্‌লাদ), আহ্লাদিনী (আল্‌লাদিনি), প্রহ্লাদ (প্রোল্‌লাদ্)

৮। বাংলায় কতিপয় শব্দে হ-এর সাথে 'ব' যুক্ত হওয়ায় ব–এর পরে মহাপ্রাণ 'ভ' আসে।
যেমন–গহ্বর, জিহ্বা, আহ্বান।
তবে 'ব' ধ্বনি 'ও' বা 'উ'-তে পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারিত হয়। যথাক্রমে– গও্‌ভর্, জিউ্‌ভা, আও্‌ভান্

ক্ক, ক্ব

'ক-য়ে ক' যুক্ত হয়ে (ক + ক) = ক্ক এবং 'ক-য়ে ব' যুক্ত হয়ে (ক + ব) = ক্ব হয়। উভয় যুক্তব্যঞ্জনে ক-এর উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়।

যেমন– বৃক্ক (বৃক্‌কো), চিক্কণ (চিক্‌কন), ধাক্কা (ধাক্‌কা), কুক্কুট (কুক্‌কুট্)

পরিপক্ব – (পোরিপক্‌কো)

ক্ষ

'ক-য়ে মূর্ধন্য-ষ' যুক্ত হয়ে (ক + ষ) = ক্ষ। এটিকে বলা হয় 'খিয়ো'। শব্দের মাঝখানে থাকলে খিয়ো (ক + ষ) = কখ–এর মতো উচ্চারিত হয়।

যেমন –রক্ষা (রোক্‌খা), দক্ষ (দোক্‌খ), বক্ষ (বোক্‌খো), কক্ষ (কক্‌খো) , যক্ষ্মা (যক্‌খা)

শব্দের শুরুতে থাকলে ক্ষ–এর উচ্চারণ খ–এর মতো হয়। যেমন ––ক্ষমা (খমা), ক্ষতি (খোতি), ক্ষত (খতো)

ঞ্চ

এখানে ষ–এর সাথে ঞ-যুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ষ–এর সঙ্গে ণ –যুক্ত হয়ে (ষ + ণ) = ঞ্চ গঠিত হয়। ণ–এর উচ্চারণ স্বরান্ত হয়।

কৃষ্ণ –(কৃশ্‌নো), তৃষ্ণা (তৃশ্‌না), ঊষ্ণ (ঊশ্‌নো)

কতিপয় শব্দের উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অধিক	ওধিক্	অংশ	অঙ্‌শো
অধিকার	ওধিকার্	অনুকরণ	ওনুকরোন্
অন্যতর	ওন্‌নোতরো	অদক্ষ	অদোক্‌খো
অন্যতম	ওন্‌নোতরো	অনন্য	অনোন্‌নো
অস্বাভাবিক	অশশাভাবিক্	অভিজাত	ওভিজাতো
অকল্যাণ	অকোল্‌লান্	অভিনব	ওভিনবো
অভ্যুদয়	ওব্‌ভুদ্‌য়	অকাট্য	অকাট্‌টো
অকথ্য	অকোত্‌থো	অরুণ	ওরুন্
অধিকাংশ	ওধিকাংশো	অধ্যয়ন	ওদ্‌ধোয়োন্
অভিজ্ঞ	ওভিগ্‌গোঁ	অত্যাচার	ওত্‌তাচার্
অভীষ্ট	ওভিষ্‌টো	অরণ্য	অরোন্‌নো
আহ্বান	আও্‌ভান্	আত্মীয়	আত্‌তিঁয়ো
আগত	আগতো	আত্তীকরণ	আত্‌তিকরোন্
আসর	আশোর্	আষাঢ়	আশাঢ়
আশ্বিন	আশ্‌শিন	আবৃত্তি	আবৃত্‌তি
আক্কেল	আক্‌কেল্	আদর্শ	আদোর্‌শো
ইত্যাদি	ইত্‌তাদি	ইতিহাস	ইতিহাশ্
ইন্দ্র	ইন্‌দ্রো	ইহলোক	ইহোলোক্
ঈপ্সিত	ইপ্‌শিতো	ঈর্ষা	ইর্‌শা
উক্ত	উক্‌তো	উচ্চ	উচ্‌চো
উদ্বিগ্ন	উদ্‌বিগ্‌নো	উৎসব	উত্‌শব্
উদ্যান	উদ্‌দান্	উদ্যম	উদ্‌দম্
উদ্যোগ	উদ্‌দোগ্	উদ্বেগ	উদ্‌বেগ

উপাত্ত	উপাত্তো	ঊষ্ম	ঊশ্মো
ঊর্মি	উর্মি	ঊর্ধ্ব	উর্ধো
ঋতু	রিতু	ঋষি	রিশি
একক	একক্	এমন	এ্যামোন্
ঐক্য	ওইক্কো	ঐচ্ছিক	ওইচ্ছিক্
ঐতিহ্য	ওইতিজ্ঝো	ঐতিহাসিক	ওইতিহাশিক্
ওজন	ওজোন্	ওষ্ঠ	ওশ্ঠো
ওজস্বী	ওজোশ্শি	ঔদার্য	ওউদার্জো
কবি	কোবি	কক্ষ	কোক্খো
কথন	কথোন্	কমল	কমোল্
কন্যা	কোন্না	কর্ম	করমো
কপট	কপোট্	কথ্য	কোত্থো
কাম্য	কাম্মো	কার্তিক	কার্তিক
কেমন	ক্যামোন্	কুঞ্জ	কুন্জো
ক্ষণকাল	খনোকাল্	ক্ষণিক	খোনিক্
ক্ষমতা	খমোতা	খবর	খবোর্
খরিদ	খোরিদ্	খচিত	খোচিতো
খালাস	খালাশ্	খেলা	খ্যালা
গগন	গগোন্	গণিত	গোণিত্
গরিমা	গোরিমা	গোপন	গোপোন
গ্রহণ	গ্রোহোন্	গ্রাহ্য	গ্রাজ্ঝো
ঘুষ	ঘুশ্	ঘুমন্ত	ঘুমন্তো
ঘোষণা	ঘোশোনা	ঘোরতর	ঘোরোতরো
চঞ্চল	চন্চল্	চক্র	চক্রো
চরিত্র	চোরিত্ত্রো	চর্মকার	চর্মোকার্
চলন্ত	চলোন্তো	চিত্ত	চিত্তো
চিন্তিত	চিন্তিতো	চিকিৎসা	চিকিত্শা
ছলনা	ছলোনা	ছাত্র	ছাত্ত্রো
ছিয়াত্তর	ছিয়াত্তোর্	ছেষট্টি	ছেশোট্টি
জগৎ	জগোত্	জটিল	জোটিল
জনক	জনোক্	জলধি	জলোধি
জন্তু	জোন্তু	জনপ্রিয়	জনোপ্প্রিয়ো
ঝলক	ঝলোক্	ঝালর	ঝালোর্
টহল	টহোল্	টগর	টগোর্
টোপর	টোপোর্	ঠেলা	ঠ্যালা
ডজন	ডজোন্	ডাগর	ডাগোর্
ডুবন্ত	ডুবন্তো	ডেরা	ড্যারা
ঢোলক	ঢোলোক	তখন	তখোন্
তটস্থ	তটোস্থো	তড়িৎ	তোড়িত্
তথ্য	তোত্থো	তটিনী	তোটিনি

তনু	তোনু	তর্ক	তর্‌কো
তীব্র	তিবরো	তৈল	তোইলো
থতমত	থতোমতো	থলি	থোলি
দক্ষ	দোক্‌খো	দণ্ড	দন্‌ডো
দশক	দশোক্‌	দর্শন	দরশোন্‌
দন্ত	দন্‌তো	দ্বৈত	দোইতো
ধনী	ধোনি	ধর্ম	ধরমো
ধাত্রী	ধাত্‌ত্রি	ধাতব	ধাতোব্‌
নগণ্য	নগোন্‌নো	নগ্ন	নগ্‌নো
নতুন	নোতুন	নদী	নোদি
নতজানু	নতোজানু	নারীত্ব	নারিত্‌তো
পক্ষ	পোক্‌খো	পদ্য	পোদ্‌পদো
পদ্ম	পদদোঁ	পবন	পবোন্‌
পশ্চিম	পোশ্‌চিম্‌	পঞ্জিকা	পোন্‌জিকা
পরিসীমা	পোরিশিমা	পদ্ধতি	পোদ্‌ধোতি
প্রশ্ন	প্রোশ্‌নো	প্রহার	প্রোহার্‌
প্রাঞ্জল	প্রান্‌জল্‌	প্রামাণ্য	প্রামান্‌নো
ফটক	ফটোক	ফরিয়াদ	ফোরিয়াদ্‌
বণিক	বোনিক	বক্র	বক্‌ক্রো
বজ্র	বজ্‌জ্রো	বর্ণ	বরনো
বক্ষ	বোক্‌খো	বন্ধু	বোন্‌ধু
বদল	বদোল্‌	বসতি	বশোতি
বিজ্ঞাপন	বিগ্‌গাঁপোন	বিন্যাস	বিন্‌ন্যাশ
বিশ্ব	বিশ্‌শো	বৈশাখ	বোইশাখ্‌
ব্যতীত	বেতিতো	ব্যথিত	বেথিতো
ভক্তি	ভোক্‌তি	ভাদ্র	ভাদ্‌দ্রো
ভাবান্তর	ভাবান্‌তর্‌	ভোগ্য	ভোগ্‌গো
মজুদ	মোজুদ	মধুকর	মোধুকর্‌
মমতা	মমোতা	মরণ	মরোন্‌
মঙ্গল	মোঙগোল	মতি	মোতি
মগ্ন	মগ্‌নো	মিশ্র	মিস্‌স্রো
মেলা	ম্যালা	মৌ	মোউ
মৃত্যু	মৃত্‌তু	মুখবন্ধ	মুখোবন্‌ধো
যখন	জখোন্‌	যজ্ঞ	জোগ্‌গো
যবনিকা	জবোনিকা	যুগান্তর	জুগান্‌তর্‌
রক্ত	রক্‌তো	রঙিন	রোঙিন
রচিত	রোচিত	রজনী	রজোনি
লালিত্য	লালিত্‌তো	লাভবান	লাভোবান
লাঙল	লাঙোল্‌	লাবণ্য	লাবোন্‌নো
লেহ্য	লেজ্‌ঝো	লোকারণ্য	লোকারোন্‌নো

লোভনীয়	লোভোনিয়ো	লৌহ	লোউহো
শকট	শকোট্	শর্ত	শর্তো
শস্য	শোশ্শো	শক্ত	শক্তো
শয্যা	শোজ্জা	শিক্ষক	শিক্খক্
শূন্য	শুন্নো	শ্মশান	শঁশান্
ষষ্ঠ	শশ্ঠো	ষোড়শ	শোড়শ্
সদ্য	শোঁদদো	সতী	শোতি
সদৃশ	শদৃশো	সমিতি	শোমিতি
সতত	সতোতো	সম্মান	সম্মান্
সমস্যা	শমোশ্শা	সঠিক	শঠিক্
সহজাত	শহোজাতো	সমাদর	শমাদোর্
সুদক্ষ	সুদোক্খো	সৌধ	শোউধো
সৌরভ	শোউরভ্	স্নেহ	স্নেহো
হঠকারী	হঠোকারি	হস্ত	হস্তো
হস্তী	হোস্তি	হীনবল	হিনোবল্
হেমন্ত	হেমোন্তো	হৈম	হোইমো

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। প্রমিত উচ্চারণ বলতে কী বোঝায় ?

২। আনুষ্ঠানিক বা ফরমাল উচ্চারণ কাকে বলে ?

৩। বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৪। ম-ফলা (ম) উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লিখুন।

৫। 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লিখুন।

৬। বাংলা উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লিখুন।

৭। নিচের শব্দগুলোর উচ্চারণ লিখুন–

গত, সদ্য, অভিমান, মসৃণ, অধিকতর।

পাঠ ৩.৭ : আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- পৃথিবীর যে কোনো ভাষার ধ্বনি ও বর্ণকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় প্রকাশ করতে পারবেন।
- আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার প্রয়োজনীয়তা লিখতে পারবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি ও বর্ণকে একটি লিখিত লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সমিতি গঠিত হয়। বিশ্বের যে কোনো ভাষার একটি মূলধ্বনির জন্য একটিমাত্র বর্ণ ব্যবহারের নীতিতে রচিত ৬২টি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ২৮টি স্বরবর্ণের সাহায্যে বিশ্বের ভাষাগুলোর যাবতীয় ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণই ছিল এই আন্তর্জাতিক বর্ণমালার লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বা আই.পি.এ প্রকৃত অর্থে এক ধরনের বর্ণ ব্যবস্থা। লাতিন, রোমান ও ইংরেজি বর্ণমালাকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে বর্ণমালা সংস্কারের মাধ্যমে আইপিএ প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের সর্বশেষ সংস্কার অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বর্ণমালায় স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন পর্যায়ে ১০৭টি বর্ণ ছিল। ২৮টি স্বরবর্ণ, ৬২টি ব্যঞ্জনবর্ণ, আইপিএ-বহির্ভূত স্বরধ্বনি ১৩টি।

বাংলা স্বরধ্বনিঃ

i (ই) e (এ) æ (অ্যা) a (আ) ɔ (অ) o (ও) u (উ)

বাংলা ব্যাঞ্জনধ্বনি :

k (ক)	k^h (খ)	g^h (গ)	g^h (ঘ)
c (চ)	c^h (ছ)	j^h (জ)	j^h (ঝ)
ʈ (ট)	$ʈ^h$ (ঠ)	$ɖ^h$ (ড)	$ɖ^h$ (ঢ)
t (ত)	t^h (থ)	d^h (দ)	d^h (ধ)
p (প)	P^h (ফ)	b^h (ব)	b^h (ভ)
m (ম)	n (ন)	ŋ (ঙ)	r (র)
l (ল)	s (স)	ʃ (শ)	ɽ (ড়)
$ɽ^h$ (ঢ়)	h (হ)		

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বলতে কী বোঝেন ?